TRANSLATION DEPARTMENT
(DAWAT-E-ISLAMI)

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৭৫
WEEKLY BOOKLET:475

গিয়ারভী শরীফের বরকত

গিয়ারভী শরীফের উদ্দেশ্য ০৩
৫০০ বছর পূর্বের আলিম ইবনে আলিমের বাণী ১৭
গিয়ারভী ওয়ালা পীর কেন বলা হয় ১০
বিপদ ও আপদ থেকে হেফাযতের ব্যবস্থাপত্র ২০

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

গিয়ারভী শরীফের বরকত

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা **"গিয়ারভী শরীফের বরকত"** পড়ে বা শুনে নিবে তাকে গিয়ারভী শরীফ পালন করার এবং এর বরকত অর্জন করার তাওফীক নসীব করো। আর তাকে কিয়ামতের দিন গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর গোলামদের মধ্যে উঠাও এবং তার মা-বাবাসহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের মধ্যে বিনা হিসাবে প্রবেশাধিকার নসীব করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তোমাদের জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়া এবং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করা আবশ্যক।

(আল ফাতহুর রব্বানী ওয়াল ফয়জুর রহমানী, পৃ: ২৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাউসে আযমের ওরসে মাওলা আলীর আগমন

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: হযরত মির্যা মাজহারে জানে জানাঁ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (যিনি কামিল ওলী ছিলেন) বলেন: একদিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটি মরুভূমি, যেখানে

একটি বড় সমতল ছাঁদ আর অসংখ্য আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ তাতে মুরাকাবা অবস্থায় (অর্থাৎ চোখ বন্ধ করে আল্লাহ পাকের স্মরণে) বসে রয়েছেন। ওই হালকার মধ্যখানে হযরত খাজা নকশবন্দী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এবং হযরত খাজা জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উপস্থিত আছেন। আমি কাউকে জিজ্ঞেস করলাম: এখানে এই সকল আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ কেন সমবেত হয়েছেন? বলা হলো: মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা শেরে খোদা رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ তাশরীফ আনবেন, সবাই তাঁকে স্বাগতম জানানোর জন্য উপস্থিত হয়েছেন। এখনো অল্প কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে মাত্র হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা শেরে খোদা رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ তাশরীফ আনলেন। তাঁর সাথে আরেকজন বুযুর্গ ছিলেন তিনি তাঁর হাত খুব আন্তরিকতার সাথে ধরে রেখেছেন, জিজ্ঞাসা করলে বলা হলো তিনি হলেন খাইরুত তাবেয়ীন (অর্থাৎ তাবেয়ীনদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন) মহান আশিকে রাসূল হযরত ওয়াইস করনী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ।

হযরত মির্যা মাজহারে জানে জানাঁ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এরা সবাই কোথায় যাচ্ছেন? কেউ একজন বললেন: আজকে হযরত গাউসুস সাকলাইন (শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ) এর ওরস শরীফ আর এই সকল বুযুর্গগণ সেই ওরসে উপস্থিত হওয়ার জন্য তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন। (কালিমাতে তৈয়্যেবাত (ফার্সি) পৃ: ৭৭-৭৮) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হে আশিকানে গাউসে আযম! سُبۡحٰنَ الله দুইজন মর্যাদাবান বুযুর্গ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী এবং হযরত মির্যা মাজহারে জানে জানাঁ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمَا সাক্ষ্য দিলেন যে, গিয়ারভী শরীফের মাহফিলে শাহেন শাহে

বেলায়ত হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা শেরে খোদা رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর সাথে মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ওয়াইস করনী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এবং অন্যান্য বড় বড় আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِمۡও তাশরীফ এনেছেন। আমাদেরও উচিত যে, প্রত্যেক বছর এমনকি প্রত্যেক মাসে গিয়ারভী শরীফের আয়োজন করা।

ہم کو "گیارہ" کا ہے عدد پیارا، ان کی تاریخِ عُرس ہے گیارہ
یوں عدد ہم کو پیارا گیارہ ہے، واہ کیا بات غوثِ اعظم کی

হাম কো "গিয়ারা" কা হে আদদ পিয়ারা-উনকি তারিখে উরস হে গিয়ারা
ইউঁ আদদ হাম কো পিয়ারা গিয়ারা হে-ওয়াহ কিয়া বাত গাউসে আযম কি

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

গিয়ারভী শরীফের উদ্দেশ্য

হে আশিকানে গাউসে আযম! গিয়ারভী শরীফের উদ্দেশ্য হলো সরকারে বাগদাদ হুযুর গাউসে পাক শায়খ সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এর ঈসালে সাওয়াব করা। আর ঈসালে সাওয়াবের প্রমাণ কুরআনুল কারীম এবং হাদিসে পাকে রয়েছে, যেমন: ২৮ পারার সূরা হাশরের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَ الَّذِیۡنَ جَآءُوۡ مِنۡۢ بَعۡدِہِمۡ یَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا
وَ لِاِخۡوَانِنَا الَّذِیۡنَ سَبَقُوۡنَا بِالۡاِیۡمَانِ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং এসব লোক, যারা তাদের পরে এসেছে তারা আরয করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের ভাইদেরকেও, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে।

এই আয়াতে কারীমার তাফসীরে রয়েছেঃ মুহাজির ও আনসারদের পরবর্তীরা আরয করেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করো যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। মনে রাখবেন! মুহাজির এবং আনসারগণের পরবর্তীদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণ হওয়া সকল মুসলমান অন্তর্ভুক্ত (যারা নিজেদের জন্য এবং তাদের জন্য ক্ষমার দোয়া করে এবং করতে থাকবে) তাদের পূর্বে ঈমান গ্রহণকারীদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম অন্তর্ভুক্ত, (যাদের জন্য দোয়া করা হচ্ছে এবং করতে থাকা হবে)।

(তাফসীরে খাযিন, পারাঃ ২৮, সূরাঃ হাশর, আয়াতঃ ১০, ৪/২৪৯)

তাফসীরে সমরকন্দিতে রয়েছেঃ মুমিনদের উচিত তারা তাদের বাপ দাদা এবং দ্বীনি জ্ঞানের শিক্ষকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা।

(তাফসীরে বাহরুল উলুম লিস সমরকন্দি, পারাঃ ২৮, সূরা হাশর, আয়াতঃ ১০, ৩/৩৪৫)

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারাকা সম্পর্কে বলেনঃ এটা থেকে দুটি মাসআলা জানা গেলঃ (একটা হলো (মানুষ) যেন শুধুমাত্র নিজের জন্য দোয়া না করে বরং সালাফ (অর্থাৎ পূর্ববর্তী বুযুর্গদের জন্যও) দোয়া করবে। দ্বিতীয়ত হলো বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ বিশেষ করে সাহাবায়ে কেরাম এবং আহলে বাইতে আতহারের ওরস, খতম, নিয়াজ এবং ফাতেহা করা সর্বোত্তম জিনিস, তাতে ওই সকল বুযুর্গদের জন্য দোয়া রয়েছে। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পারাঃ ২৮, সূরাঃ হাশর, আয়াতঃ ১০, পৃঃ ৮৭৩)**

ঈসালে সাওয়াব সম্পর্কে ৬টি হাদিস শরীফ

হে আশিকানে আউলিয়া! ঈসালে সাওয়াবের অর্থ হলোঃ সাওয়াব পৌঁছানো, এটাকে সাওয়াব দান করাও বলা হয়ে থাকে কিন্তু বুযুর্গদের জন্য “সাওয়াব দান করা” বলা সমীচিন নয় “সাওয়াব উপহার দেওয়া” বলাটা আদবের একেবারে কাছাকাছি। মৃত ব্যক্তির জন্য যে নেক কাজের সাওয়াব

পাঠানো হয় সেটা তার কাছে পৌঁছায়, যেমন: সিহাহ সিত্তাহ অর্থাৎ বিশুদ্ধতম হাদিসে মুবারাকার প্রসিদ্ধ ছয়টি কিতাবের মধ্যে থেকে বুখারী ও মুসলিম, যেগুলো কুরআনুল কারীমের পর সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য কিতাব। এতদুভয়ের মধ্যে হাদিসে পাক বিদ্যমান রয়েছে।

(১) সকল মুসলমানের আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا বলেন: এক ব্যক্তি বারেগাহে রিসালাত صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এ আরয করলেন: আমার মা হঠাৎ মারা গিয়েছেন, আমার ধারণা মতে যদি তিনি কোন কথা বলতেন তবে সদকা দেওয়ার কথা বলতেন, যদি আমি তার পক্ষ থেকে কোন দান করি তবে তিনি কি সেটার সাওয়াব পাবেন? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ। **(বুখারী, ১/৪৬৮, হাদিস: ১৩৮৮। মুসলিম, পৃ:৩৯০, হাদিস: ২৩২৬)**

(২) সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সাদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! আমার মায়ের ইন্তেকাল হয়েছে, তার জন্য কোন সদকাটি উত্তম? ইরশাদ করলেন: পানি। অতঃপর তিনি কূপ খনন করালেন এবং বললেন: هٰذِهٖ لِاُمِّ سَعۡدٍ অর্থাৎ এই কূপটি সাদের মায়ের জন্য সদকা। **(আবু দাউদ, ২/১৮০, হাদিস: ১৬৮১)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বুখারী ও মুসলিম এবং আবু দাউদ শরীফ থেকে প্রমাণিত বিষয়

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এই দুই হাদিস শরীফ থেকে এটাই জানা গেল যে, (১) মৃত ব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের জন্য পানিই সর্বোত্তম সদকা, কূপ

ইত্যাদি খনন করে সেটার সাওয়াব মৃত ব্যক্তিকে দান করা যায়। (২) মৃত ব্যক্তিকে কোন নেক কাজের সাওয়াব দান করা সর্বোত্তম কাজ। (৩) সাওয়াব দান করার শব্দ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা সাহাবীর সুন্নাত। (৪) খাবার বা শিরনী অর্থাৎ মিষ্টান্ন ইত্যাদি সামনে রেখে ঈসালে সাওয়াব করা জায়িয, এই কারণে হযরত সাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসমে ইশারা (নিকটের শব্দ) ব্যবহার করে বলেছেন, هٰذِهٖ لِاُمِّ سَعۡدٍ এই কূপটি সাদের মায়ের জন্য। অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক এই কূপের পানির সাওয়াব আমার মাকে দান করো। এ থেকে জানা গেল যে, কূপ তাঁর সামনে ছিল। (যারা খাবার সামনে রেখে ঈসালে সাওয়াব করতে নিষেধ করে তাদের এই রেওয়ায়েত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত)। (৫) গরীব মিসকীনকে খাবার ইত্যাদি দেওয়ার পূর্বেও ঈসালে সাওয়াব করা জায়িয। যেমন: সাহাবীয়ে রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم করেছেন যে, কূপ তৈরী হওয়ার সাথে সাথেই তিনি ঈসালে সাওয়াব করেছেন অথচ মানুষ পানি ব্যবহার করার পর সাওয়াব পাবে। এমনিভাবে যদিও গরীব ও মিসকীনকে খাবার দেওয়ার ক্ষেত্রে সাওয়াব হবে কিন্তু এর সাওয়াব আগেই দান করে দেওয়াটা জায়িয। (৬) কোন জিনিসের উপর মৃত ব্যক্তির নাম আসার কারণে সেটা হারাম হয়ে যায় না, উদাহরণস্বরুপ গাউসে পাকের ছাগল এবং গাজী মিয়াঁর মোরগ ইত্যাদি এই কারণে যে, একজন অন্যতম সাহাবী ওই কূপটি নিজের মায়ের নামের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, যেটা আজও "বীরে উম্মে সাদ" নামেই প্রসিদ্ধ। (আনওয়ারুল হাদিস, পৃ:২৩০)

মৃত ব্যক্তির কাছে সাওয়াব পৌঁছে থাকে

(৩) খাদিমে নবী হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আরয করলাম: আমরা আমাদের মৃত ব্যক্তিদের

জন্য দোয়া এবং তাদের পক্ষ থেকে দান সদকা এবং হজ্ব করি, এগুলো কি তাদের নিকট পৌঁছে? তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় এই জিনিসগুলো তাদের কাছে পৌঁছে এবং তারা এগুলোতে খুশি হয়, যেমনিভাবে তোমাদের মধ্যে পরস্পর উপহার পাওয়ার মাধ্যমে খুশি হও। (উমদাতুল ক্বারী, ৬/৩০৫, হাদিসের পাদটীকা: ১৩৮৮)

(৪) নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নফল সদকা করে তখন যেন মা-বাবার পক্ষ থেকে করে, এইভাবে ওই সদকার সাওয়াব তাদের জন্য হবে এবং সদকাকারীর সাওয়াবের মধ্যে কোন ধরনের কমতি করা হবে না। (মু'জামু আউসাত, ৫/৩৯৪, হাদিস: ৭৭২৬)

নিজের মরহুমদের জন্য উপহার পাঠান

(৫) হযরত আনাস ইবনে মালিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন; আমি নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বলতে শুনেছি: যখন কোন ঘরের সদস্যদের মধ্য থেকে কোন লোক মারা যায় এবং এরপর তার ঘরের সদস্যরা (সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য) নিজের মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সদকা করে তখন হযরত জিবরিল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام সেটাকে নূরের থালের (Platter) মধ্যে তোহফা বানিয়ে রাখে, অতঃপর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলে: হে গভীর কবরবাসীরা! এটা হলো উপহার, যেটা তোমার ঘরের সদস্যরা তোমার কাছে পাঠিয়েছে এটা গ্রহণ করো। এরপর ওই তোহফা তাকে দিয়ে দেওয়া হয় তখন সে খুবই খুশি হয়। আর এতে ওই প্রতিবেশী (মৃত ব্যক্তি) ব্যথিত হয় যাকে কোন তোহফা পাঠানো হয়নি। (মু'জামু আউসাত, ৫/৩৭, হাদিস: ৬৫০৪)

কেউ খুব সুন্দর বলেছে:

جانے والوں سے رابطہ رکھنا   دوستو! رسمِ فاتحہ رکھنا

জানে ওয়ালো সে রাবতা রাখনা- দোস্তো! রসমে ফাতেহা রাখনা

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ফেরেশতারা ঈসালে সাওয়াব করেন

(৬) নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক তাঁর প্রত্যেক মুমিন বান্দার উপর দুইজন ফেরেশতা নিয়োগ করেন যারা তার আমল লিখেন। যখন ওই মুমিন বান্দা এই দুনিয়া থেকে চলে যায় তখন তাঁরা আরয করেন, হে রব! (আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে) অনুমতি দিন আমরা আসমানে চলে আসি (এবং তোমার ইবাদত করি)। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: আসমান আমার ইবাদতকারী দ্বারা ভরপুর। আরয করেন: ইলাহী! আমাদেরকে জমিনে জায়গা দিন। ইরশাদ হয়: আমার জমিন ইবাদতকারী দ্বারা ভরপুর। আরয করেন: তাহলে কোথায় যাবো? ইরশাদ হয়: আমার বান্দার কবরের শিয়রে দাঁড়িয়ে তাসবীহ তাহমীদ এবং তাকবীর ও তাহলীল পড়তে থাকো এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত আমার বান্দার জন্য লিখতে থাকো।

(শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৮৪, হাদিস: ৯৯৩১। মলফুজাতে আলা হযরত, পৃ: ৩৬৩)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সাহাবায়ে কেরামও ঈসালে সাওয়াব করতেন

জান্নাতী যুবকদের সর্দার হাসনাইনে কারীমাঈন হযরত ইমাম হাসান ও হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا তাঁদের পিতা হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর

শাহাদাতের পর তাঁর পক্ষ থেকে (অর্থাৎ তাঁর নিকট সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য) গোলাম আযাদ করতেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, ৭/৪৮৫, হাদিস: ১২২১৪)

আজ থেকে প্রায় পাঁচশত বছর পূর্বের মহান বুযুর্গ হযরত আল্লামা জালাল উদ্দিন সূয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: সাহাবায়ে কেরাম মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে অর্থাৎ তাঁর ঈসালে সাওয়াবের জন্য) সাতদিন পর্যন্ত খাবার খাওয়াতেন। (আল হাভী লিল ফাতাওয়া, ২/১৭৮)

নবীর সাহাবী স্বয়ং নিজে ঈসালে সাওয়াব করার হুকুম দিয়েছেন (ঘটনা)

হযরত সালেহ বিন দিরহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমরা হজ্ব করতে যাচ্ছিলাম, এক ব্যক্তি (অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) এর সাথে সাক্ষাৎ হলো এবং জিজ্ঞেস করতে লাগলেন: তোমাদের আশে পাশে কি কোনো গ্রাম আছে যেটাকে "উবুল্লাতুন" বলা হয়? আমরা বললাম, জ্বি হ্যাঁ, (এটা শুনে) তিনি বললেন: তোমাদের মধ্যে কে এই কথার যামিনদার হবে যে, (ওই গ্রামে থাকা) মসজিদে আশ্বারে আমার জন্য দুই অথবা চার রাকাত নামায পড়ে দিবে এবং বলে দিবে "هٰذِهٖ لِاَبِیْ هُرَيْرَةَ" অর্থাৎ এই নামায আবু হুরায়রার জন্য। (আবু দাউদ, ৪/১৫৩, হাদিস: ৪৩০৮)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এই হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই হাদিস থেকে এটাও জানা গেল যে, বরকতময় জায়গায় ইবাদত করা, নামায আদায় করা অধিক সাওয়াবের কারণ এবং শারীরিক ইবাদতের সাওয়াব অন্যকেও দেওয়াও জায়িয এবং অধিকাংশ ওলামায়ে

কেরামের এটাই অভিমত। বাকী রইল আর্থিক ইবাদত অর্থাৎ (দান সদকা করা) সেখানে সাওয়াব দান করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয।”

(আশিয়াতুল লুময়াত (উর্দু), ৬/৪২৫)

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: কেউ নেকী করে অন্য কাউকে এইভাবে সাওয়াব দান করে যে, হে আল্লাহ! এর সাওয়াব যেন অমুক ব্যক্তি পায় এটা একেবারে জায়িয বরং সাহাবাগণের সুন্নাত, সুতরাং ফাতেহা মুরাওয়্যাজাহ (অর্থাৎ সমাজে ঈসালে সাওয়াব করার যে পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে) খতম শরীফ ইত্যাদি একেবারে সঠিক। দেখুন হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ সাওয়াব দান করার শব্দ বলছেন। চতুর্থত এটাই যে, নিজের চেয়ে বড়জনকে সাওয়াব পাঠানো জায়িয যদিও তিনি যত বড়ই মর্যাদার অধিকারী হোন না কেন, দেখুন জনাবে আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ সাহাবী, আর তিনি তাবেয়ীনদেরকে নিজের জন্য ঈসালে সাওয়াব করার হুকুম দিচ্ছেন। (মিরাতুল মানাজীহ, ৭/২৫০)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ۞۞۞ صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

গাউসে পাককে গিয়ারভী ওয়ালা পীর কেন বলা হয়

আপনারা কি জানেন যে, হুযুর গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফাতেহা দেওয়া (অর্থাৎ ইসলামী মাসের এগারো তারিখ ঈসালে সাওয়াব করা) কে গিয়ারভী শরীফ কেন বলা হয়? আসলে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১২ তারিখ রাতের ১১ তারিখের দিনে খুবই সম্মান মর্যাদার সাথে আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঈসালে সাওয়াবের জন্য খাবার রান্না করে গরীব ও মিসকীনদের খাওয়াতেন এবং তাঁর এই আমল সারা জীবন ছিল। তিনি তাঁর পরিবার ও ভক্তবৃন্দদেরকেও

এটা চালু রাখার অসিয়ত করেন, এরই সম্পৃক্ততায় তিনি "গিয়ারভী ওয়ালা পীর" নামে প্রসিদ্ধ হন। (তারিখে মাশায়িখে কাদেরীয়া, ১/১৭৭। সাওয়ানিহে গাউসে আযম, পৃ: ১৯)

বারভী ওয়ালে আকা'র ফয়যান "গিয়ারভী শরীফ"

গিয়ারভী শরীফ এর আরেকটি ঈমান উদ্দীপক কারণ এটাও লেখা হয়েছে যে, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বারোভী শরীফ (অর্থাৎ রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদ শরীফ) খুবই ধারাবাহিকতার সাথে পালন করতেন, একদিন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে তাশরীফ আনলেন এবং ইরশাদ করলেন: আব্দুল কাদের! তুমি আমাকে বারভী দ্বারা স্মরণ করেছো, আমি তোমাকে গিয়ারভী দিচ্ছি।

এই ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: যেহেতু এটা সরকারের দান (অর্থাৎ রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে পাওয়া উপহার) এই কারণে (এই উপহার অর্থাৎ গিয়ারভী শরীফের মাধ্যমে গাউসে পাককে ঈসালে করার ধারাবাহিকতা) পুরো দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه শত শত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও এখনো গোলামানে গাউসে আযম রবিউল আখিরে বিশেষভাবে এবং এছাড়াও প্রত্যেক মাসের ১১ তারিখ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে গিয়ারভী শরীফের আয়োজন করেন।

(জা আল হক, পৃ: ২২০। বারাকাতে গিয়ারভী, পৃ: ২০)

کیا غور جب گیارہویں بارہویں میں — معمّا یہ ہم پر کھلا غوثِ اعظم
تمہیں وَصل بے فَصل ہے شاہِ دِیں سے — دیا حق نے یہ مرتبہ غوثِ اعظم

কিয়া গউর যব গিয়ারভী বারোভী মে- মুয়াম্মা ইয়ে হাম পর খুলা গাউসে আযম
তুমহি ওয়াসল বে ফসল হে শাহে দ্বী সে - দিয়া হক নে ইয়ে মরতবা গাউসে আযম

(যওকে নাত, পৃ: ১৮১)

হে আশিকানে গাউসে আযম! আমাদের প্রিয় পীর মুর্শিদ হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খাবার খাওয়ানো প্রিয় ছিল। তিনি বলেন: আমি আমার সকল নেক কাজের ব্যাপারে চিন্তা করলাম, তখন খাবার খাওয়ানো এবং উত্তম চরিত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও ভালো অন্য কোন আমলকে পাইনি। (ক্বলায়িদুল জাওয়াহির (উর্দু), পৃ: ১৫৪)

খলিফায়ে আলা হযরত মাওলানা জামিলুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন:

تیرے جَد کی ہے بارہویں غوثِ اعظم　　ملی ہے تجھے گیارہویں غوثِ اعظم

তেরে জাদ কি হে বারোভি গাউসে আযম - মিলি হে তুঝে গিয়ারভী গাউসে আযম

(ক্বাবালায়ে বখশিশ, ১৬৬ পৃ: ১৬৬)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب　　❀❀❀　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফাতেহা ও নিয়াযকৃত খাবার বরকতময় হয়ে যায়

শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি কোন বুযুর্গের রুহে পাকে ঈসালে সাওয়াব করার জন্য মালিদাহ (রুটির ছোট ছোট টুকরা, যেটা চিনি এবং ঘিতে মিশিয়ে হালুয়ার মতো বানানো হয়) দুধ এবং ভাত রান্না করে ফাতেহা পাঠ করা হয় তবে কোন অসুবিধা নেই, জায়িয। (ফতোওয়ায়ে আযিযী, পৃ: ৩৯) আরেক জায়গায় বলেন: যেই খাবারের সাওয়াব হযরত ইমামাইন (হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا) কে পৌঁছানো হয় এবং এর উপর সূরা ফাতেহা, সূরা ইখলাস এবং দরুদ শরীফ পাঠ করা হয় তবে ওই খাবার তাবার্‌রুক (অর্থাৎ বরকতময়) হয়ে যায়, এই খাবার খাওয়া খুবই ভালো। (ফতোওয়ায়ে আযিযী, পৃ: ৭১)

খাবারের উপর তিলাওয়াতের বরকত

সোহরাওয়ার্দীয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত শিহাব উদ্দিন আবু হাফস ওমর বিন মুহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: একজন বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আমল ছিল যে, খাবার খাওয়ার আগে তিনি কুরআনুল কারীমের যেকোন সূরা তিলাওয়াত শুরু করে দিতেন, যা ওই সময় তাঁর স্মরণে আসতো এমনকি (ওই তিলাওয়াতের বরকতে) খাবারের অংশগুলো যিকিরের নূর দ্বারা ভরে যেত। (আওয়ারিফুল মায়ারিফ, পৃ: ২০২) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআনুল কারীম, হাদিস শরীফ এবং সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এর আমলের মাধ্যমে এই বিষয়টি প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নিজের মৃত ব্যক্তিদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা এবং অন্য কোন নেকী করে সেটার সাওয়াব তাকে পাঠানো জায়িয। কুরআনুল কারীম, তাফসীর, হাদিস এবং ওলামায়ে কেরামের বাণীসমূহ মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সাওয়াবের কৃত পদ্ধতিকে খুবই পরিষ্কারভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

মনে রাখবেন! ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের জন্যই করা হয়। আর এই ইবাদতের উপর আল্লাহ পাকের রহমতে পাওয়া সাওয়াব আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করে নিজের মরহুমদেরকে পৌঁছানোর আরয করা হয়। এই কারণে এটা বলা যে,"মৃত ব্যক্তিদের কাছে সাওয়াব পৌঁছে না" এটা কুরআনুল কারীম, সহীহ হাদিস শরীফ এবং সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এবং ১৪০০ বছর থেকে উম্মতে মুসলিমার পদ্ধতির একেবারে বিপরীত। হ্যাঁ এটা

অবশ্যই যে, ঈসালে সাওয়াব করার ক্ষেত্রে কোন নাজায়িয বা শরীয়ত বিরোধী কাজ সম্পৃক্ত না হওয়া। যেমন: টাকার বিনিময়ে কুরআনুল কারীম পড়ানো ঈসালে সাওয়াব তো দূরের কথা উল্টো এই কাজ সম্পাদনকারী গুনাহগার হবে।

ঈসালে সাওয়াব থেকে বাঁধা প্রদান করা শয়তানী কাজ

হে আশিকানে আউলিয়া! বান্দা তার নিজের যেকোন নেক কাজের সাওয়াব ঈসাল করতে পারে, এবং আল্লাহ পাকের রহমতে ওই সাওয়াব যেই জীবিত বা মৃতকে পাঠানো হয় তার কাছে পৌঁছে। যেখানে সাওয়াব পৌঁছানো সত্তা স্বয়ং আল্লাহ পাকই সেখানে সাওয়াব পৌঁছতে অসুবিধা কোথায়? মনে রাখবেন! বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর উরসে ফাতিহা ইত্যাদির যে আয়োজন করা হয় সেটা খুবই ভালো এবং সাওয়াবে কাজ। আর এতে অংশ নেওয়াও সাওয়াবের কাজ। এমনিভাবে কোন মরহুমের বাৎসরিক (অর্থাৎ বাৎসরিক ফাতিহা ইত্যাদি) খতম শরীফ বা ঈসালে সাওয়াবের আয়োজন করার ক্ষেত্রে শরয়ীভাবে কোন অসুবিধা নেই। যে মূর্খ এই কাজকে নাজায়িয বা গুনাহ বলে থাকে তার উচিত, সে যেন এটা থেকে তাওবা করে এবং যে মুসলমান এই নেক কাজে অংশগ্রহণ করে তাকে কখনোই এই নেক কাজ থেকে বাধা দিবে না কারণ নেকীর কাজ থেকে বাধা প্রদান করা শয়তানের কাজ। বুযুর্গদের ফাতিহায় কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত, নাত পড়া, যিকির আযকার, এবং খাবার খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয় এবং হাদিসে মুবারাকায় এই সকল কাজের অনেক ফযিলত এসেছে। এখন কি খাবার সামনে রেখে এই কাজ করার দ্বারা কোন ধরনের মন্দতা আবশ্যকতা আসছে? নিঃসন্দেহে এমন কিছুই নয় এবং এই নেক কাজগুলো থেকে বাধা প্রদানকারী লোক ভালো নয়। যদি কুরআনী

আয়াত এবং হাদিস শরীফ শোনার পরেও কারো ঈসালে সাওয়াব করাটা বুঝে না আসে তবে তার মস্তিস্কের চিকিৎসা করা উচিত। এমনিতে সাধারণ মানুষের কাছে একটি বাক্য প্রসিদ্ধ " মরে গেল মরদুদ না ফাতিহা না দরুদ" সুতরাং গিয়ারভী করা, ফাতিহা করা, খতমে কুরআন করা, লঙ্গর খাওয়ানো, সাবিল লাগানো অর্থাৎ পানি পান করানো, সদকা করা, গোলাম আযাদ করা, হজ্ব এবং অন্যান্য নেক আমল এই নিয়তে করা যে, এর সাওয়াব হযরত গাউসে আযম শায়খ সৈয়্যদ আব্দুল কাদের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিলানী বা মৃত অন্য কোন মুসলমানের নিকট পৌঁছে থাকে, এসব না শুধু জায়িয বরং মুসলমানদের পরস্পর ভালোবাসা এবং উপকার পৌঁছানোর একটি মুবারক মাধ্যম। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমাদের মরহুমদের জন্য দোয়া, সদকা এবং ঈসালে সাওয়াবের আয়োজন খুবই গুরুত্বের সাথে করার তাওফীক দান করুক।

গীয়ারভী শরীফের ব্যাপারে বুযুর্গদের বানী

হে আশিকানে গাউসে আযম! সায়্যিদি মুর্শিদি, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর গিয়ারভী শরীফ করার প্রচলন শুধুমাত্র বাংলাদেশেই নয় বরং সারা পৃথিবীতে শত শত বছর থেকে বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এবং তাঁদের বক্তরা এই বরকতময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছেন। যেমন

(১) প্রায় সাড়ে চারশো বছর পূর্বের বুযুর্গ হযরত শায়খ আমানুল্লাহ পানিপথী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আলোচনা করতে গিয়ে হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: শায়খ আমানুল্লাহ পানিপথী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১১ই রবিউল আখির শরীফ হযরত গাউসুস সাকলাইন হযরত শায়খ আব্দুল

কাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ওরস মুবারক করেছেন এবং যে খাবার তিনি রান্না করেছেন তা ওই দিনই বন্টন করে দিয়েছেন। (আখবারুল আখইয়ার, পৃ: ২৪২)

رکھتا ہے جو غوثِ اعظم سے نیاز ہوتا ہے خوش اُس سے مولیٰ بے نیاز

রাখতা হে জো গাউসে আযম সে নিয়ায- হোতা হে খুশ উস সে মাওলা বে নিয়ায

(ক্ববালায়ে বখশিশ, পৃ: ১৪২)

প্রায় চারশত বছর পূর্বে গিয়ারভী শরীফ পালনকারী বুযুর্গ

(২) প্রায় চারশত বছর পূর্বে ভারতে ইলমে হাদিসের প্রচারকারী মহান মুহাদ্দিস হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: নিশ্চয় আমাদের দেশে (ভারত) আজকাল (শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর) গিয়ারভী তারিখ প্রসিদ্ধ এবং এই তারিখ তাঁর ভারতীয় রুহানী সন্তান এবং বুযুর্গদের মধ্যে পরিচিত। (মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ (উর্দু) পৃ:৩১৯) শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সম্মানিত শিক্ষক এবং সেই যুগের কামিল ওলী হযরত ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব মুত্তাকী মাক্কী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ- ও গিয়ারভী শরীফের ফাতিহা দিতেন এবং তাঁদের বুযুর্গরাও رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ।

(সীরতে গাউসুস সাকলাইন, পৃ: ২২১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বাগদাদ শরীফে গাউসে পাকের মাযারে তৎকালীন সময়ের বাদশাহর হাজিরী

(৩) প্রায় দুইশত বছরও পূর্বের অনেক বড় বুযুর্গ এবং পাক ভারতের বড় বড় ওলামায়ে কেরামের হাদিসের শিক্ষক হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সরকারিভাবে (অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে) গিয়ারভী

শরীফ পালন করার বৈধতার প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে বলেন: প্রত্যেক গিয়ারভী শরীফে বাদশাহ এবং শহরের বড় বড় লোকেরা হুযুর গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মাযার মুবারকে সমবেত হতেন। আসরের নামাযের পর কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত হত, এরপর মাগরিবের নামায পর্যন্ত হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর গুনাবলী এবং জীবনী আলোচনা করা হত। মাগরিবের নামায আদায় করার পর মাযার মুবারকের সাজ্জাদানশীন তাশরীফ আনতেন এবং তাঁর আশে পাশে মুরিদরা হালকা বানিয়ে উঁচু আওয়াজে আল্লাহ পাকের যিকির করতেন। এই আনন্দঘন মূহুর্তে কোন কোন উপস্থিত ব্যক্তির মধ্যে এক ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়ে যেতো। এই নেক কাজের পর খাবার, মিষ্টি এবং যে নিয়ায তৈরী করা হতো তা বন্টন করা হতো। এশার নামায পড়ে মানুষ নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতো। (মলফুযাতে আযিযী, পৃ:৬২)আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

৫০০ বছর পূর্বের আলিম ইবনে আলিমের বাণী

(৪) প্রায় পাঁচশত বছর পূর্বের মুফাস্সিরে কুরআন, ওলীয়ে কামিল হযরত আল্লামা মোল্লাজীওন (যিনি বাদশাহ আওরঙ্গযেব আলমগীর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শিক্ষকও ছিলেন) তাঁরই সন্তান হযরত আল্লামা ফয়েয আলম বিন মোল্লাজীওন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আর এই ধরনের (অর্থাৎ ঈসালে সাওয়াব) গিয়ারভী শরীফের খাবার যেটা হযরত গাউসুস সাকলাইন আবু মুহাম্মদ শায়খ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ওরস মুবারক, অন্যান্য

মাশায়িখের ওরসে এক বছর পর হয়ে থাকে, হযরত গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওরসে পাক প্রত্যেক মাসে হয়ে থাকে।

(গিয়ারভী আউলিয়া ও ওলামা কি নজর মে, পৃ: ১৩)

(৫) হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গিয়ারভী শরীফ এবং বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর ওরস মুবারকের ব্যাপারে বলেন: সাওয়াব পৌঁছানোর পদ্ধতি যেটা এই যুগে প্রচলিত তা কোনো এক সম্প্রদায়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়। হযরত গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর গিয়ারভী শরীফ, সুওয়াম অর্থাৎ (কুল শরীফ, তীযা), দসওয়াঁ, (দশম) বিসওয়াঁ, (বিংশতম), চেহলাম (চল্লিশা), শশমায়ী (ষান্মাসিক), বারসি (বাৎসরিক) ইত্যাদি এবং তোশা[১]। হযরত শায়খ আহমদ আব্দুল হক রাদুওয়ালভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং সেহ মান্নায়ীয়ে হযরতে শাহ বুয়ালী কালান্দার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (অর্থাৎ তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঈসালে সাওয়াবের জন্য তিন মন ফলের নিয়ায), শবে বরাতের হালুয়া এবং ঈসালে অন্য পদ্ধতিও এই পদ্ধতির উপরই প্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ এই সকল জিনিস উসূলীভাবে (মৌলিকভাবে) নিষিদ্ধ নয়)।

(ফয়সালায়ে হাফত মাসায়িল, পৃ: ২২-২৩। গিয়ারভী আউলিয়া ও ওলামা কি নজর মে, পৃ: ১৫)

হে আশিকানে গাউসে আযম! দেখলেন তো আপনারা! বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এবং সালেহীন (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাগণ) এর গিয়ারভী শরীফের প্রেক্ষিতে কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত, আল্লাহ পাকের যিকির এবং খাবার খাওয়ানোর প্রচলন বহু বছর ধরে প্রচলিত রয়েছে। মুসলমান তো মুসলমান যদি কোন অমুসলিম যে ইসলামী ইবাদতের ব্যাপারে ধারণা রাখে সেও এই কাজগুলোকে শরয়ী বিরোধী কাজ বলবে না বরং সেও বলবে যে, ইসলাম ধর্মে এই কাজগুলো ইবাদত।

---

১. যে খাবার বা শিরনী ইত্যাদি কোন ওলী বা বুযুর্গের ঈসালে সাওয়াবের জন্য বন্টন করা হয়।

উপরোল্লিখিত বুযুর্গানে দ্বীন এবং ওলামায়ে রব্বানীয়্যিন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর বর্ণনাকৃত বাণী এবং রীতিনীতি থেকে জানা গেল যে, গিয়ারভী বর্তমান যুগের কোন আবিষ্কার নয় বরং শত শত বছর থেকে চলমান রয়েছে। বুযুর্গানে দ্বীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এবং ওলামায়ে কামেলীনগণ না শুধু গিয়ারভী শরীফ পালন করতেন বরং নিজের মুরিদ এবং ভক্ত অনুরক্তদেরকেও সব সময় এই নেক কাজ করার উৎসাহ দিতেন।

গিয়ারভী শরীফের শরয়ী হুকুম

ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইবারতকে সহজভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। তিনি লিখেন: গিয়ারভী শরীফ মুস্তাহাব (অর্থাৎ পছন্দনীয় কাজ, যদি করে তবে সাওয়াব না করলে গুনাহ নেই) আর ঈসালে সাওয়াব করার দিক দিয়ে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত, সুন্নাতে কাউলিয়া মুস্তাহাব্বাহ। (অর্থাৎ ঈসালে সাওয়াব করার ব্যাপারে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী রয়েছে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৬০৫)

গিয়ারভী শরীফ খুবই বরকতময়

হযরত মাওলানা মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: উনাদের (অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর) ঈসালে সাওয়াব, খুবই বরকতময় এবং মুস্তাহাব কাজ, এটাকে আদবের জন্য সাধারণ মানুষ "নযর-নিয়ায" বলে থাকে। এই নযর (অর্থাৎ শরয়ী মান্নত) নয়, যেমন বাদশাহদের নযর (অর্থাৎ তোহফা (উপহার) দেওয়া। এতে বিশেষ করে "গিয়ারভী শরীফ" এর ফাতিহা মহান বরকতের জিনিস। (বাহারে শরীয়ত, ১/২৭৬)

سلطانِ اولیا کو ہمارا سلام ہو   جِیلاں کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو

সুলতানে আউলিয়া কো হামারা সালাম হো-
জিলাঁ কে পেশওয়া কো হামারা সালাম হো

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই মাসে (অর্থাৎ রবিউল আখির) প্রত্যেক মুসলমান তার নিজ ঘরে হুযুর গাউসে পাক সরকারে বাগদাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফাতিহা করবে, সারা বছর খুবই বরকত থাকবে। যদি প্রত্যেক চাঁদের গিয়ারভী রাতে অর্থাৎ দশ এবং এগারো তারিখের মাঝামাঝি রাতে নির্ধারিত টাকার শিরনী অর্থাৎ মিষ্টি মুসলমানের দোকান থেকে কিনে ধারাবাহিকতার সাথে গিয়ারভীর ফাতেহা দেয় তবে রিযিকে অনেক বরকত হবে এবং اِنْ شَآءَ الله কখনো দূর্দশাগ্রস্ত হবে না। স্বয়ং আমি নিজে এটি খুবই ধারাবাহিকতার সাথে আদায়কারী এবং আল্লাহ পাকের দয়ায় এর অসংখ্য বরকত দেখতে পায় وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ।

(ইসলামী যিন্দেগী, পৃ: ১৩৩)

বিপদ ও আপদ থেকে হেফাযতের ব্যবস্থাপত্র

হাদিসে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব "মেশকাত শরীফ" এর এই হাদিসে পাক, "সদকা দেওয়ার ক্ষেত্রে দ্রুত করো বিপদ এর আগে পৌঁছাতে পারে না"। (মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/৩৫৯, হাদিস: ১৮৮৭) এর উর্দু ব্যাখ্যা "মিরাতুল মানাজীহ" এর মধ্যে হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কিছুলোক বিপদ আসতেই মিলাদ শরীফ, গিয়ারভী শরীফ, খতমে খাজেগান, খতমে গাউসিয়া, খতমে বুখারী, খতমে আয়াতে কারীমা করান। এগুলোর মূল উৎস এই হাদিস, এই সকল কাজে আল্লাহ পাকের যিকির, তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাত শরীফ ইত্যাদি এবং সদকা ও যিকিরুল্লাহও বিপদ

আপদ দূরীভূতকারী এবং এসব সদকাও। তিনি আরো বলেন: (অথচ) কিছুলোক সব সময় মিলাদ শরীফ, গিয়ারভী শরীফ, প্রত্যেক মাসে খতমে খাজেগান ইত্যাদি করাতে থাকেন যাতে বিপদ আপদ দূর হতে থাকে, এগুলোর উৎসও এই হাদিস। (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/৯১)

হে আশিকানে আউলিয়া! গিয়ারভী শরীফের মতো মহান সাওয়াবের কাজ প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পরেও কিছু কিছুলোক এই বরকতময় এবং আল্লাহ পাকের রহমতের বৃষ্টি বর্ষণকারী মাহফিলে গাউসিয়া (অর্থাৎ গিয়ারভী শরীফ) করা থেকে মুসলমানদেরকে বাঁধা দেয় বা এই ব্যাপারে মানুষের অন্তরে ভুল বুঝায়, তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা এই সকল আশিকানে আউলিয়াদের কত বড় সাওয়াবের কাজ থেকে বিরত রাখছে অথচ দুনিয়াতে মানুষের বড় একটি অংশ গুনাহ এবং অহেতুক কাজে লিপ্ত রয়েছে। উচিত তো ছিল এটাই যে, তাদেরকে নেকীর দাওয়াত দিয়ে সুন্নাতের রাস্তায় চালানোর চেষ্টা করা, আশিকানে আউলিয়া এবং আশিকানে গাউসে আযমের এই সাওয়াবের কাজ থেকে বিরত রেখে তাদের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে কুধারণা সৃষ্টি করা নয়। এই ধরনের অজ্ঞ লোকদের ভয় পাওয়া উচিত যে, ২৫ পারা, সূরা যুখরুফ এর ৩৬-৩৭ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَنۡ یَّعۡشُ عَنۡ ذِکۡرِ الرَّحۡمٰنِ نُقَیِّضۡ لَہٗ شَیۡطٰنًا فَہُوَ لَہٗ قَرِیۡنٌ ﴿۳۶﴾

وَ اِنَّہُمۡ لَیَصُدُّوۡنَہُمۡ عَنِ السَّبِیۡلِ وَ یَحۡسَبُوۡنَ اَنَّہُمۡ مُّہۡتَدُوۡنَ ﴿۳۷﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং যে পরম দয়াময়ের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য একটা শয়তান নিয়োগ করি, যাতে সে তার সাথী হয়েই থাকে। এবং নিশ্চয় ঐ শয়তানগণ তাদেরকে সৎ পথে বাধা দেয় এবং এটা মনে করে যে, তারা সঠিক পথেই রয়েছে।

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব লাভের জন্য ১২ রবিউল আউয়াল শরীফে নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়াতে আগমনের খুশিতে নিজেদের ঘরকে সাজানো এবং মাহফিলে মিলাদ উদযাপনকারীকে বাধা না দেওয়া এবং গিয়ারভী শরীফে হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর ফাতেহা ও নিয়ায, যেখানে কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত, নাতে রাসূলে করীম এবং যিকরুল্লাহ ইত্যাদি হয়ে থাকে, এগুলো থেকে বাধা প্রদানকারী কুরআনের এই হুকুমের অর্ন্তভুক্ত।

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ সৎকাজে বড় বাধাপ্রদানকারী, সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ। (পারা: ২৯, সূরা: ক্বলাম, আয়াত: ১২)

নিশ্চয় গিয়ারভী শরীফে হওয়া নেক কাজ উদাহরণস্বরূপ তিলাওয়াত এবং নাত, আল্লাহ পাকের যিকির ইবাদতের সর্বোত্তম প্রকারের মধ্যে রয়েছে এবং এই সকল নেক কাজ থেকে বিরত রাখা সীমা অতিক্রম করার কারণে গুনাহের কাজ।

গিয়ারভী শরীফের তিনটি ঘটনা

(১) আলা হযরত এবং গিয়ারভী শরীফের তাবার্‌রুক (ঘটনা)

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর ব্যাপারে এক ব্যক্তি বলেনঃ তাঁর মজলিসে লঙ্গর বন্টন করা হলো, বন্টন করার সময় শিরনী ইত্যাদি অসতর্কতামূলক নিচে পড়ে গেল আমরা দেখলাম যে, আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ চৌকি থেকে নিচে নেমে আসছেন আর অত্যন্ত আদব ও নম্রতার সাথে জমিনের দিকে মাথা ঝুকাচ্ছেন, আমরা আশ্চর্য হলাম

যে, কী ব্যাপার! গভীরভাবে দেখলাম তো তিনি নিচে পতিত হওয়া শিরনীকে মুখে নিচ্ছেন, আমরা আরয করলাম আপনি আমাদের হুকুম দিতেন আমরা উঠিয়ে নিতাম। তিনি বললেন: হুযুর গাউসে আযম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর তাবাররুকের এটা আদবের পরিপন্থী যে, আমি এটিকে অবজ্ঞাপূর্ণভাবে উঠাবো। (বারাকাতে গিয়ারভী, পৃ: ৩৭-৩৮) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

হে আশিকানে আউলিয়া! سُبۡحٰنَ الله! যেই জিনিসের সাথে নেকীর সম্পর্ক হয়ে যায় সেই জিনিস বরকতময় হয়ে যায়, অতএব ওই জিনিসের কেন সম্মান করবো না, "ফতোওয়ায়ে রযবীয়া" শরীফে এটাও লিখা হয়েছে, নিয়ায (অর্থাৎ ফাতিহা) এমন খাবারে হওয়া উত্তম যার কোন অংশ ফেলে দেওয়া না হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৬১২) বরং প্রতিটি অংশ খেয়ে নেওয়া হয়। সুতরাং আমাদেরও উচিত নিয়ায ও ফাতেহা দেওয়া খাবার যেন নষ্ট না হয়, এর বেশি থেকে বেশি আদব করুন কারণ, **বাআদব বানসীব আর বেআদব বেনসীব** অর্থাৎ শিষ্টাচার লোকের নসীব ভালো আর শিষ্টাচারহীন লোকের নসীব খারাপ।

আলা হযরতের পরিবার এবং গিয়ারভী শরীফের পদ্ধতি

ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: ফাতেহা হলো ঈসালে সাওয়াবের নাম, যেটা হতে পারে কিছু কুরআন মাজীদ ও দরুদ শরীফ পড়ে সাওয়াব নযর করা। আর আমাদের পরিবারের আমল এটাই যে, সাতবার দরুদে গাউসিয়া, এরপর একবার আলহামদু শরীফ ও আয়াতুল কুরসী, এরপর সাতবার সূরা ইখলাস, এরপর তিনবার দরুদে গাউসিয়া। দরুদে গাউসিয়া হলো এটাই

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

আর অধম এতটুকু বৃদ্ধি করি:

وَعَلٰى اٰلِهِ الْكِرَامِ وَابْنِهِ الْكَرِيْمِ وَاُمَّتِهِ الْكَرِيْمَةِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৭৪৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাতের মুবারক ধরন

আশিকে গাউসে আযম, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরিদও এবং তাঁর কাছে কয়েক সিলাসিলার মাধ্যমে গাউসে পাক এর মুরিদ বানানোর অনুমতিও রয়েছে। তাঁর বহু বছর ধরে এই আমল রয়েছে যে, প্রত্যেক মাসের ১১ তারিখ গিয়ারভী শরীফের নিয়াযের আয়োজন করা এবং এর উৎসাহ দিতে থাকা। তিনি বলেন: ঘরে প্রত্যেক মাসে গিয়ারভী শরীফের আয়োজন করা উচিত। প্রত্যেক মাসে যেন নিয়াযে কোনো উন্নত খাবার রান্না করা হয়, এমনিতে তো প্রত্যেক ঘরে উন্নত খাবার রান্না করা হয় কিন্তু গিয়ারভী শরীফের ফাতিহার জন্য একদিন যেন বিশেষ খাবার রান্না করা হয়, যার ফলে সকল বাচ্চারাও বুঝতে পারবে যে, আজ গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিয়ায বা ফাতেহা। অতঃপর বাচ্চারাও প্রত্যেক মাসে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিয়ায করার মায়ের কাছে আবেদন করতে থাকবে এবং গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভালোবাসা বাচ্চাদের মন ও মস্তিস্কে বসে যাবে।

(মাদানী মুযাকারা, ৮ রবিউল আখির ১৪৪০ হিজরী, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৮)

গিয়ারভী শরীফের বরকত

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: যদি সম্ভব হয় প্রত্যেক দিন (লাভের উপর নয় বরং) নিজের বিক্রির (Sale) এক চতুর্থাংশ (অর্থাৎ চারশত টাকার উপর এক টাকা) আর চাকরীজীবিরা বেতন থেকে মাসে কমপক্ষে এক অংশ সরকারে গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর নিয়াযের জন্য বের করুন। ঈসালে সাওয়াবের নিয়তে এই টাকা দিয়ে দ্বীনি কিতাব বন্টন করুন বা যেকোনো নেক কাজে খরচ করুন, এর বরকত স্বয়ং আপনি নিজেই দেখতে পাবেন। (ফাতিহা ও ঈসালে সাওয়াবের পদ্ধতি, পৃ: ১৭)

اے جمیلِ قادری ہُشیار باش   عمر بھر چھوٹے نہ یہ تجھ سے نیاز

হে জামিলে কাদেরী হুশিয়ার বাশ- ওমর ভর ছুটে না ইয়ে তুঝছে নিয়ায

(ক্ববালায়ে বখশিশ, পৃ: ১৪৩)

(২) গিয়ারভী শরীফের আশিক (ঘটনা)

তাজেদারে গোড়লা হযরত পীর মেহের আলী শাহ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমার ছাত্রজীবনে একজন বুযুর্গ "শিকরকোট" এ বাস করতেন। তার প্রসিদ্ধ নাম ছিল বাবা নূরে ইলাহী আর তিনি কাদেরী ছিলেন। তিনি প্রত্যেক মাসে এগারো তারিখ একটি ছাগল বা দুম্বা যা তার নিজ হাতে পালিত হতো হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ফাতেহা (অর্থাৎ গিয়ারভী শরীফ) এর জন্য যবেহ করতেন এবং এর পাশাপাশি হালুয়া রুটিও তৈরী করে গরীবদেরকে খাওয়াতেন। বিশেষ করে এই নিঃস্ব খাদেমুল আউলিয়াকে (অর্থাৎ আমাকে) জোর করে এবং গুরুত্বের সাথে দাওয়াতে উপস্থিত থাকার দাওয়াত দিতেন। একদিন আমি শিকরকোট থেকে যেখানে

পড়তাম সেখানে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় দূর থেকে আমি দেখলাম সেই সাদা চুল ওয়ালা বুযুর্গ ছাগল চরাচ্ছেন এবং আন্তরিকতা ও ভালোবাসা নিয়ে তার সাথে খেলছেন। কখনো কাঁধে উঠাচ্ছেন কখনো জমিনের উপর রাখছেন। আমি কাছে গেলে শুনলাম তিনি বলছেন "আমার মাহবুবের ছাগল"। ওই সময় আমার অন্তরে খেয়াল আসছিল যে, ইলমে দ্বীন হাসিল করার পর একাকী বসে কিতাব অধ্যয়নে মশগুল থাকবো, পাঠদান ইত্যাদি করবো না। যখন রাস্তা থেকে সরে তার সাথে সাক্ষাতের জন্য মনোনিবেশ করলাম তিনি আমাকে দেখার সাথে-সাথেই বলতে লাগলেন, ইলম হাসিল করে পাঠ দান করুন। এই কথা বলে পুনরায় ওই ছাগলের সাথে কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। উল্লেখিত বুযুর্গ গিয়ারভী শরীফের খুবই গুরুত্ব দিতেন এবং গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল। (এলায়ে কালিমাতিল্লাহ ফি বয়ানে ওমা আহলা বিহি লিগাইরিল্লাহ, পৃঃ ৩২) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(৩) মুফতিয়ে আযম হিন্দ এবং গিয়ারভী শরীফ (ঘটনা)

এক গরীব লোক হুযুর মুফতি আযম হিন্দ শাহজাদায়ে আলা হযরত, মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ কে তাঁর ঘরে দাওয়াত দিলেন: যখন হযরত তার ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন ওই গরীব লোকটি দুই পেয়ালা চা বানালো এবং হযরতের সামনে পেশ করল। হযরত চা পান করলেন এরপর ওই গরীবের ঘরে তৈরী কৃত চাউলের হাঁড়ির উপর হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর ফাতেহা দিলেন। ফাতেহা দেওয়ার পর হযরত জোর তাকিদ দিলেন যে, এই হাঁড়ির উপর যেন পর্দা দেওয়া হয় এবং

তাতে উঁকি মেরে যেন না দেখা হয়। ব্যস ভেতর থেকে বের করে করে সবাইকে দিতে থাকো। হযরত সেখানে সকল উপস্থিত লোকদের খাবার খেতে হুকুম দিলেন। ওই সময় সেখানে অনেক লোক উপস্থিত ছিল, হযরত বললেন, পাঁচজন করে করে খাবার খাও। অতঃপর একটি বড় থালা (অর্থাৎ পিতল বা তামা ইত্যাদির একটি বড় বাসন) -এ পাঁচজন লোকের খাবার বের করা হলো এবং মানুষ খাবার খেতে লাগলো। ওই হাঁড়ি যেটাতে সামান্য পরিমাণ খাবার ছিল, সেই খাবার থেকে পাঁচজন করে মানুষ খাবার খেতে থাকে এবং পেট ভরতে থাকে। এমনকি গ্রামের সকল উপস্থিত হওয়া লোক খাবার খেয়ে নিলো। এরপর হযরত বললেন যাও দেখো, যদি প্রতিবেশীর কোন গরীব মহিলা বা পুরুষ থাকে তবে তাকেও খাবার দিয়ে দাও। অতঃপর কসবার অনেক পুরুষ ও মহিলাকে ওই খাবার খাওয়ানো হলো কিন্তু খাবার শেষ হলো না। যখন সমস্ত লোক খাবার খাওয়ার পর অবসর হলো এবং হাঁড়ি থেকে পর্দাটি সরানো হলো তো হাঁড়িটি তেমনই ভরা ছিল যেমনটি পূর্বে ভরা ছিল। সেখানকার উপস্থিত সকল লোক এই কারামত দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল।

(মুফতিয়ে আযম হিন্দ কি কারামত, পৃ: ১০৬)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ এর কারামত এবং গিয়ারভী শরীফের বরকতের এই ঘটনা থেকে কারো মনে যেন শয়তানের কুমন্ত্রণা চলে না আসে। আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সদকায় ও উসিলায় তাঁর উম্মতের যে কোনো ওলী থেকে এই ধরনের কারামত প্রকাশ পেতে পারে। কারণ আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِم এর কারামত তাঁর নবীর মুজিযা

হয়ে থাকে। তাঁরই অনুসরণের বরকতস্বরুপ এই মর্যাদা পাওয়া যায়। (ফুয়ুজুল বারী, ২/২৭৪) উম্মতের ওলী থেকে এই ধরনের কারামত প্রকাশ পাওয়া সাধারণ বিষয়, স্বয়ং আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযা হলো সামান্য খাবার অনেক মানুষের জন্য যথেষ্ট হয়ে গিয়েছে যেমন-

সামান্য খাবার অনেকের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল

হযরত সুহাইব رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: আমি নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য সামান্য খাবার রান্না করেছিলাম এবং দাওয়াত দেওয়ার জন্য হাজির হলাম তখন হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর সাথে উপস্থিত ছিলেন। আমি লজ্জার কারণে কিছুই আরয করতে পারিনি এবং নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলাম। নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার দিকে দেখলেন, আমি ইশারায় খাবার খাওয়ার জন্য আবেদন করলাম, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (মজলিসে উপস্থিত লোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন) আর এরা? আমি আরয করলাম, না। রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চুপ হয়ে গেলেন আর আমি ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুনরায় আমার দিকে দৃষ্টি দিলেন। আমি অনুরূপভাবে পুনরায় ইশারায় আরয করলাম। ইরশাদ করলেন: এরা? আমি আরয করলাম, না। দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার জবাবে আমি আরয করলাম জ্বী হ্যাঁ, (অর্থাৎ এদেরকেও নিয়ে আসুন) অথচ খাবার ছিল একেবারে সামান্য যা আমি প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য রান্না করেছিলাম। নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওই সকল সাহাবায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাথে নিয়ে তাশরীফ আনলেন, সবাই ভালোভাবে খেলেন এরপরেও খাবার বেঁচে গেল। (মু'জামু কবীর, ৮/৪৫, হাদিস: ৭৩২১)

শায়খ আব্দুল কাদের জিলানীর বাণী

হে আশিকানে গাউসে আযম! যেই গিয়ারভী ওয়ালার গিয়ারভী আমরা উদযাপন করি তাঁর জীবনাদর্শও আমাদের মাঝে ধারণ করার চেষ্টা করা উচিত এবং তাঁর কথার উপরও আমল করা উচিত। আসুন! হুযুর গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর একটি বাণী শুনি, গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: আল্লাহ পাকের নাফরমানী করা উচিত নয় এবং সত্যিকারের আঁচল হাত ছাড়া করা উচিত নয়। (ফুতুহুল গাইব মায়া কালায়িদুল জাওয়াহির, পৃ: ৪৪)

হে আশিকানে গাউসে আযম! নিয়ত করে নিন যে, আজকের পর কোনো গুনাহ করবো না, নামায কাযা করবো না, শরয়ী অনুমতি ছাড়া জামায়াতও বর্জন করবো না, ফরয রোযা ছাড়বো না, পূর্ণ যাকাত আদায় করবো, হজ্ব ফরয হয়ে গেলে আদায়ের ক্ষেত্রে দেরী করবো না, মিথ্যা বলবো না, দাঁড়ি মুন্ডাবো না এবং এক মুষ্ঠি থেকে কম করে ছাটবো না, নাটক-সিনেমা দেখবো না, গান - বাজনা শুনবো না, পর্দাহীন মহিলার দিকে দৃষ্টি দিবো না, সুদ খাবো না, ঘুষের লেনদেন করবো না, মদ্যপান করবো না, মা-বাবার নাফরমানী করবো না কারণ এই সব কিছু আল্লাহ পাকের নাফরমানী এবং আমাদের গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর হুকুম হলো আল্লাহ পাকের নাফরমানী উচিত নয়। যখন আল্লাহ পাকের রহমতে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবো, খুব নেকী করবো, নেক আমলের উপর আমল করবো, কাফেলায় সফর করবো, আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শ গ্রহণ করবো, তখন আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি হাসিল হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর পেছনে পেছনে জান্নাতে যাবো। اِنۡ شَآءَ اللّٰهُ الۡكَرِيۡم

গিয়ারভী শরীফের ব্যাপারে কিছু ভুল বুঝাবুঝির অপসারণ

(১) ভুল বুঝাবুঝি: গিয়ারভী শরীফের নিয়ায ১১ তারিখই করতে হবে, অন্য কোন দিনে নয়।

উত্তর: এমনটি কখনোই নয়, আহলে সুন্নাতের কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাবে এই ধরনের কোনো কিছু লেখা নেই, যদি কেউ বলে থাকে তবে যে বলেছে এটা তার ভুল। গিয়ারভী শরীফের উদ্দেশ্য হলো সরকারে বাগদাদ হুযুর গাউসে পাক শায়খ সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ঈসালে সাওয়াব করা। আর ঈসালে সাওয়াব বছরের যে কোনো সময় করা যায়।

(২) ভুল ধারণা: গিয়ারভী শরীফ পালনকারীরা এটাকে ফরয ও ওয়াজিব মনে করে থাকে।

জবাব: এটাও ভুল, এই পুস্তিকাতে ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর উক্তির মাধ্যমে এই বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, গিয়ারভী শরীফ করা মুস্তাহাব (অর্থাৎ সাওয়াবের কাজ)। সুতরাং যদি কেউ না করে তবে কখনোই গুনাহগার হবে না অবশ্য গিয়ারভী পালন করাকে গুনাহ হিসেবে ধারণা করা ব্যক্তি শরীয়তের উপর অপবাদ লাগানোর কারণে অবশ্যই গুনাহগার হবে। আর হ্যাঁ, ঈসালে সাওয়াবের দিক দিয়ে গিয়ারভী শরীফ সুন্নাত। নবী করীম صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে তার ভাইয়ের উপকার করতে পারে তবে সে যেন তার উপকার করে।

(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৯৩১, হাদিস: ৫৭২৭)

(৩) ভুল ধারণা: গিয়ারভী শরীফে খাবার সামনে রেখে কি ফাতেহা দেওয়া জরুরি?

জবাব: গিয়ারভী শরীফ বা যেকোনো বুযুর্গের ফাতেহা দেওয়ার জন্য খাবার সামনে রাখা জরুরি নয়, এটাকে জরুরি মনে করা ভুল এবং সামনে

রেখে ফাতেহা পড়াকে ভুল মনে করাও ভুল কারণ ফাতেহা শরীফ দেওয়ার সময় যা কিছু সামনে রাখা হয় তা হালাল এবং পবিত্র খাবার। এরপর সেগুলোর উপর কুরআনের আয়াত পড়া হয় এবং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা হয়। যেই পবিত্র জিনিসের উপর আল্লাহ পাকের নাম নেওয়া হয় এবং যেই পশুগুলোকে আল্লাহ পাকের নামে যবেহ করা হয় সেগুলো হালাল, অতঃপর আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন:

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۸﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ সুতরাং তোমরা আহার করো তা থেকে, যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, যদি তোমরা তাঁর নিদর্শনসমূহ মান্য করো। (পারা: ৮, সূরা: আনআম, আয়াত: ১১৮)

গিয়ারভী শরীফ পালন করার বরকত

হযরত মাওলানা ওয়াহিদ কাদেরী মরহুম লিখেন: যারা ধারাবাহিকতার সাথে গিয়ারভী শরীফ পালন করে তাদেরকে আমরা দেখেছি, তারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়ে যায় আর রুহানী উন্নতির কথা কী আর বলবো। (বারাকাতে গিয়ারভী, পৃ: ২০)

جب اپنے غوثِ پاک کی آتی ہے گیارہویں — سب کو بہارِ تازہ دِکھاتی ہے گیارہویں
ہوتی ہیں دُھوم دھام سے عالَم میں محفلیں — کانوں کو مدحِ غوث سُناتی ہے گیارہویں
اَجرِ عظیم بانیٔ محفل کو ملتے ہیں — رحمت خُدائے پاک کی لاتی ہے گیارہویں
ہوتا ہے ہر مرید کا کیا باغ باغ دِل — گل گلشنِ جماعت دِکھاتی ہے گیارہویں

যব আপনে গাউসে পাক আতি হে গীয়ারভী -
সাব কো বাহারে তাযাহ দেখাতি হে গীয়ারভী
হোতি হে ধুমধাম সে আলম মে মাহফিলেঁ
কানো কো মাদহে গাউস শুনাতি হে গীয়ারভী
আজরে আযিম বানিয়ে মেহফিল কো মিলতে হ্যা-
রহমতে খোদায়ে পাক কি লাতি হে গীয়ারভী
হোতা হে হার মুরিদ কা কিয়া বাগ বাগ দিল-
গুলে গুলশনে জামায়াত দেখাতি হে গীয়ারভী

(গীয়ারভী আউলিয়া ও ওলামা কি নজর মে, পৃ: ১৭)

গাউসে আযমের মুরিদদের জন্য সুসংবাদ

গাউসে পাক হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আল্লাহ পাক আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আমার মুরিদদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (বাহজাতুল আসরার, ১৯৩ পৃ: ১৯৩)

سُنا لَاتَخَفْ تیرا فرمانِ عالی غلاموں کی ڈھارس بندھی غوثِ اعظم

সুনা লা তাখাফ তেরা ফরমানে আলী- গোলামো কি ঢারশ বন্ধী গাউসে আযম

শব্দের অর্থ: لاتخف ভয় করো না।

একটি উপকারী পরামর্শ:

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এই যুগের অনেক বড় ইলমী ও রুহানী ব্যক্তিত্ব, যার বরকতে অনেক অমুসলিম মুসলমান হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জীবন পরিবর্তন হয়েছে আর তারা সুন্নাতের রাস্তায় চলছে। কল্যাণকামী ও সৌভাগ্যবান মুসলমানদের প্রতি মাদানী

পরামর্শ যে, আপনিও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাধ্যমে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরিদ হয়ে যান। আর যদি আপনি পূর্বে থেকে কোনো পীর সাহেবের মুরিদ হন তবে বাইআতে বরকত হাসিলের জন্য তালিব হয়ে যান। اِنْ شَآءَ الله দুনিয়া ও আখিরাতের খুব বরকত নসীব হবে।

WhatsApp এর মাধ্যমে মুরিদ হোন

মুরিদ হতে বা অন্য কাউকে মুরিদ করানোর জন্য তার নামের সাথে তার পিতার নাম বয়স লিখে নিম্নোক্ত নম্বরে হোয়াটস অ্যাপ করুন +923212626112, এই নম্বরে কল রিসিভ হয় না। শুধুমাত্র টেক্সের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য পাঠান।

সূচিপত্র

আত্তারের দোয়া: ১
দরূদ শরীফের ফযিলত ১
গাউসে আযমের ওরসে মাওলা আলীর আগমন ১
গিয়ারভী শরীফের উদ্দেশ্য ৩
ঈসালে সাওয়াব সম্পর্কে ৬টি হাদিস শরীফ...৪
বুখারী ও মুসলিম এবং আবু দাউদ শরীফ থেকে প্রমাণিত বিষয় ৫
মৃত ব্যক্তির কাছে সাওয়াব পৌঁছে থাকে ৬
নিজের মরহুমদের জন্য উপহার পাঠান...৭
ফেরেশতারা ঈসালে সাওয়াব করেন.. ৮
সাহাবায়ে কেরামও ঈসালে সাওয়াব করতেন.. ৮
নবীর সাহাবী স্বয়ং নিজে ঈসালে সাওয়াব করার হুকুম দিয়েছেন (ঘটনা) ৯
গাউসে পাককে গিয়ারভী ওয়ালা পীর কেন বলা হয়..১০
বারভী ওয়ালে আকা'র ফয়যান "গিয়ারভী শরীফ" ১১

ফাতেহা ও নিয়াযকৃত খাবার বরকতময় হয়ে যায় ১২
খাবারের উপর তিলাওয়াতের বরকত...১৩
ঈসালে সাওয়াব থেকে বাঁধা প্রদান করা শয়তানী কাজ ১৪
গীয়ারভী শরীফের ব্যাপারে বুযুর্গদের বানী...১৫
প্রায় চারশত বছর পূর্বে গিয়ারভী শরীফ পালনকারী বুযুর্গ ১৬
বাগদাদ শরীফে গাউসে পাকের মাযারে তৎকালীন সময়ের বাদশাহর হাজিরী ১৬
৫০০ বছর পূর্বের আলিম ইবনে আলিমের বাণী ১৭
গিয়ারভী শরীফের শরয়ী হুকুম..১৯
গিয়ারভী শরীফ খুবই বরকতময়..১৯
বিপদ ও আপদ থেকে হেফাযতের ব্যবস্থাপত্র...২০
গিয়ারভী শরীফের তিনটি ঘটনা ২২
(১) আলা হযরত এবং গিয়ারভী শরীফের তাবার্‌রুক (ঘটনা) ২২
আলা হযরতের পরিবার এবং গিয়ারভী শরীফের পদ্ধতি ২৩
আমীরে আহলে সুন্নাতের মুবারক ধরন...২৪
গিয়ারভী শরীফের বরকত ২৫
(২) গিয়ারভী শরীফের আশিক (ঘটনা)...২৫
(৩) মুফতিয়ে আযম হিন্দ এবং গিয়ারভী শরীফ (ঘটনা)......................................২৬
সামান্য খাবার অনেকের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল ২৮
শায়খ আব্দুল কাদের জিলানীর বাণী...২৯
গিয়ারভী শরীফের ব্যাপারে কিছু ভুল বুঝাবুঝির অপসারণ ৩০
গিয়ারভী শরীফ পালন করার বরকত ৩১
গাউসে আযমের মুরিদদের জন্য সুসংবাদ...৩২
একটি উপকারী পরামর্শ:..৩২
WhatsApp এর মাধ্যমে মুরিদ হোন..৩৩

روزی میں برکت کا نسخہ

تاجر اپنی روزانہ کی بِکری (SALE) کا
ایک فی صد جبکہ تنخواہ پانے والا اپنی
ہر تنخواہ کی رقم سے کم از کم دو فی صد
نکالے اور ماہانہ گیارھویں شریف کی
نیاز کرے تو اِنْ شَاءَ اللہ اُس کی روزی میں
برکت ہوگی۔

(اگر گھر میں نیاز کرنے میں رُکاوٹ ہو تو کسی بھی
نیک کام میں وہ رقم خرچ کر دیجئے)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪৫১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৫৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net